অন্তরাল

শ্রীহৃষিকেশ বসু

প্রকাশক—শ্রীকাকাতুয়া বসু
জ্যোতিষ-গবেষণা ভবন,
১৭০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম এক টাকা

১৩১০ ।

প্রিণ্টার—শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেক্জান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩১০ ।

উৎসর্গ-পত্র

যে মধুমাসে ফুলকলির সাথে মানবচিত্তও জেগে ওঠে,
সেই মধুমাসের বসন্ত-উৎসবে,
পরিপূর্ণ-সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি মানব-জীবনের পুষ্পোদ্যানে,
যে শাশ্বত-পুরুষ তাঁর বিলাসিনী প্রকৃতির সহিত মিলিত হন
ষড়ৈশ্বর্য্যময় রাজবেশে,
এবং
যে বন্দিনী চিত্তবধূ
এই সৌন্দর্য্যের সমারোহ হ'তে বঞ্চিত হয়ে,
নিতান্ত অন্তরালে বসে
মাত্র চাঁপাগাছের ফাঁক দিয়ে,
ক্ষণিকের জন্য,
এই উৎসবের আনন্দের সহিত
বিশ্বের কুটিলারাণীর বাহুবাঁধা—
জীবিতেশ্বরকে,
রাজ-রাজেশ্বরকে
দেখে নিচ্ছেন,
সেই—
অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তরালবাসিনী আমার চিত্তবধূকে
আমার এই 'অন্তরাল'খানি
বহুমানে
নিবেদন কচ্ছি !!

উপহার

সূচী-পত্র

অন্তরাল

আজ মধু উৎসব,
প্রাণের মহোৎসব !
ঝুমুর ঝুমুর,
ঝুমুর ঝুমুর,
উঠ্‌ছে কলরব,
প্রাণের রব !

রত্নপুরের মেয়ে,
আমি মেয়ে ;
প্রশান্ত ঐ সাগরতলে
ছিলাম মুক্তি চেয়ে,
রূপে ছেয়ে !

কেমন করে জানিনা গো,
কেমন করে !
আন্‌লে রাজার অন্তঃপুরে
চুরি করে !

অন্তরাল

জেগে উঠে দেখি স্বপন,
নয়ন আমার কচ্ছে ভ্রমণ,
পরাণে মোর উঠ্‌ছে তপন
তরুণ তন্দ্রা লাগি',
অরুণ-বৈরাগী!

সখী মুখে শুনি রাজার কথা,
কান্তি তাহার শুভ্র অপ্‌রাজিতা,
নয়নে তার ফুলের ধনু আঁকা,
চাউনি বাঁকা বাঁকা;

অধরখানি,
প্রাণ-নিছানী,
আরও,
মধুর চাকা!
হায়রে আমার,
পরাণখানি ফাঁকা,
কেবল ফাঁকা!

চাঁপা ফুলের পরশ-রাঙা কপোল,
তাতে গোলাপ দিচ্ছে দোদুল্‌ দোল্‌;
চন্দ্রলতায় বাহুযুগল ধবল,
পরাণে মোর উঠ্‌ছে উতল্‌ রোল্‌!

তাঁহার সনে মোর পরিণয়;
নয়ক' তাহা নয় আজি নয়!
ছিছি;
প্রাণের মূলে উঠ্‌ছে
মিছি মিছি!

এই প্রাসাদের ঐ যে মহারাণী,
কঠোর তাঁহার শাসনখানি মানি।
তবু আজি হব যে সন্ধানী ;
কচ্ছে কাণাকাণি,
প্রাণ কচ্ছে কাণাকাণি !

দোহুল্ দুল্ ! দোহুল্ দুল্ !
দোহুল্ দুল্ !
দোলন-চাঁপা ফুল্ !
ওরে,
দোলন-চাঁপা ফুল !

ওরে, আম্রশাখে বসি' কে ঐ
কচ্ছে কুহু ধ্বনি,
কুহু ধ্বনি ?
ওরে, ফুলের বনে কেরে আমার গুণী,
ফুল-করবীর সেতারখানি
বাজায় রে গুণগুণি,
গুণগুণি' ?

ভোম্‌রা নাগর !
ওগো,
রসের সাগর !
আচ্ছা, ওরে, আচ্ছা,
বহুৎ আচ্ছা !
নিধু বনের বাচ্চা,
তুমি বাচ্চা !

অন্তরাল

ওরে, প্রজাপতি,
প্রজাপতি !
নিধুবনের আজ আরতি,
তাই রে পাতি পাতি,
চলেছিস্,
ঢালি' তোদের রতি ;
চলেছিস্,
জ্বালি' তোদের প্রীতি !

ওরে, দখ্‌ণে বায় !
ধরি, রাঙা পায় !
ধরি, তোমার ঐ পীতবাস,
চূর্ণফুলের রাশ,
পীতবাস !

বন্ধ নহে, দুয়ার
আমার বন্ধ !
অন্ধ নহে, নয়ন
আমার অন্ধ !

ওগো, অতিথি !
আজ, ভরাচাঁদের তিথি !
দাঁড়াও ক্ষণিক,
নেয় তারা নিক্
মহৎ লীলার ছন্দ,
নহে বন্ধ !

দলে দলে যাচ্ছে কারা,
আপন-হারা,
ঐ বউরা ?

অন্তরাল

সুন্দরি লো, সুন্দরি,
আজ্‌কে বুঝি নয়ক' তোদের
মন্‌ ভারী!
ফুলঝুরি! রে, ফুলঝুরি!
সকল প্রাণের তিয়াসে নাই
হাত চুরি!
কোথায় সবে যাচ্ছ নেচে নেচে,
রূপ প্রসাধন আপন সাধে বেছে?
কোথায় রে সে মেলা?
প্রাণের খেলা?
কাট্‌ল যে মোর বেলা,
সকল বেলা!

ও কিসের জয়-ধ্বনি?
ও কিসের রণি রণি?
কিসের ঐ কলকোলাহল,
ও কিসের ধ্বনি?

ঐ চাঁপাগাছের ফাঁকে,
ঐ কি দেখা যায়, কাকে?
ঐ কি রাজা?
এঁ্যা,
ঐ কি রাজা?

ঐ কি সকল বন্‌কুসুমের গন্ধরাজের রাজা?
ওকি, গোলাপরাজের রাজা?
ওকি, পারিজাতের রাজা?
শুধু রাজা, শুধু রাজা,
শুধু রাজা!

অন্তরাল

ও চাঁপা, তুই দেনা খুলে দ্বার,
তুই পর্‌না ফুলের হার !
পর্‌না রে তুই,
শুভ্রহাসি দোরোকা চম্পার !
তুই, দেনা খুলে দ্বার !

ঐ যে মহারাণী ?
ঐ বুঝি সাবধানী ?
ওরি তরে আমার বুঝি
সকল দুঃখগ্লানি !
হায়রে আমার,
হায়রে ভাগ্যখানি !
তুই কাণী,
তুই কাণী !

মহারাজের বাহুর তলে রহি',
রাঙা তাঁহার চরণখানি বহি'
অশোক বুকে দিচ্ছে রে ঘাত,
কচ্ছে চরণ-পাত !

হুর্‌রে ! হুর্‌রে !
হাস্‌ছে অশোক, নাই কারো শোক,
ছুট্‌ছে মলয় বাত,
দখ্‌ণে বাত্‌ !

মহারাজের ঐ যে প্রিয় রাণী,
বাহু-বাঁধা নিতান্ত সাবধানী,
বকুলমূলে দিচ্ছে রে কুল্‌কুলি,

অন্তরাল

আজ হোলি, আজ হোলি,
ফুট্‌ছে বকুলকলি !
গাছের ডালে, তালে তালে,
ডাক্‌ছে রে বুল্‌বুলি,
বুল্‌বুলি !

ঐ যে আঁধার এল,
আঁধার এল,
ঐ ত' ওরা গেল,
ফিরে গেল !
হেথা আমি চাঁপাতলায়
সারারাতি থাকি',
মোহন মূর্ত্তি হৃদয়-পটে
আঁকি বসি' আঁকি !!

স্বপ্ন-বাসবদত্তা

প্রিয়া ! ওগো, প্রিয়া !
সোনার কাঠির পরশ লভি' মঞ্জরিছে হিয়া
তোমার হিয়া !
ভোরের আলোক চুম্‌ল তোমার আঁখি,
লতার ছোঁয়ায় জাগ্‌ল নবীন্ শাখী,
মায়ার হরিণ বক্ষে তোমার থাকি',
ডাক্‌ল বারে বারে—
"বউ কথা কও" "বউ কথা কও" লক্ষগীতির তারে
ডাক্‌ল বারে বারে !
আকাশ-বেলায় গাইল আকাশপাখী,
নবীন ঊষায় দেহখানি তার ঢাকি',
মনের পাতায় মানসকুমার আঁকি,
অরূপ চিত্রখানি—
নিখিলবনে কবির কথা আপন মনে মানি'
অরূপ চিত্রখানি !
তমাল বীথির আলোর মায়ায় রাণি !
পরাণ আমার শুন্‌ল তোমার বাণী,
চ'খের ভাষায় ফুলের পরাগ আনি'
অর্ঘ্য দিল পায়—
ভুবনখানি তোমায় ভরি রসের গীতিকায়
অর্ঘ্য দিল পায় !

প্রেমের আলোয় পূর্ণ তোমার হৃদয়,
মিলন-ছোঁয়ায় রক্ত কুসুমনিলয়,
পরাণ-তিয়াস্ ডুক্‌রে কেঁদে কয়,
তবু—নাহি পাই—
মনের পাখায় হৃদয়তীরে নিত্য আমি ধাই,
তবু—নাহি পাই !

যায়রে ভেসে কলসখানি জলস্রোতে,
মনের গাঙে বান ডেকেছে সন্ধ্যারাতে,
অলকদাম দুলিয়ে দিয়ে গন্ধবাতে
সন্ধ্যা নেমে আসে—
সকল বনবীথির মুখে কাজলখানি হাসে
সন্ধ্যা নেমে আসে !

সন্ধ্যা নেমে আসে সই, সন্ধ্যা নেমে আসে,
মনোপথে নিত্যশুনি বাঁশিখানি ভাসে,
ঘরের কথা সেই তরাসে কভু নাহি আসে,
বিজন ভরা পথে—
সকল ভুবন বিদায় সে নেয় যেন কাহার সাথে
বিজন ভরা পথে !

দুলি মোরা ঝরাফুলের সেই দোলাতে,
গেয়ে গান নিজন ভূমির একতারাতে,
উড়িয়ে দিয়ে ফুলের রেণু দখ্‌নে বাতে,
ঝুলন মহোৎসবে—
তোমার আমার পাশে লো সই, কেহ নাহি রবে
ঝুলন মহোৎসবে !

এ সে ভুবন যেথায় তুমিআমি রব,
রাণী তুমি, তোমার খেলার রাজা হব,

গানের কথা সুর মিলিয়ে গেয়ে যাব
তোমার কানে কানে—
সপ্ত সাগর ঢেউ খেলিয়ে তুল্‌বে প্রাণে প্রাণে
তোমার কানে কানে!

মুখর ভুবন নয়ত' মোদের তরে,
উচ্চ আশা হুঙ্কারিয়া বহ্নিসম ঝরে,
পুড়িয়ে দে যায় মনের গোলাপ ওরে,
মিথ্যে ফুলেল বান্—
চল্‌লো মোরা যাই পেরিয়ে মিথ্যে ভুবন খান্
মিথ্যে ফুলেল বান্!

এই ভুবনের দেনা পাওনায় রাশি—!
তোমার হাতে বাজে লো, বলয়শিঞ্জিনী,
ঘোম্‌টা দিয়ে থাকে প্রাণ—জানি জানি,
হায়,—অবগুণ্ঠনবতি—
পথের মাঝে কেঁদে মরে পরাণ আমার সতি,
হায়,—অবগুণ্ঠনবতি!

দশরথের মত মোর জনক কোথা?
কই মন্থরা? রাজা হবার সে বারতা?
বলনা গো, কেকয়ীরাণী বরের কথা,
লগ্ন যে যায় চলি'—
পিতা আমার মরুক্ কেঁদে, "কেম্‌নে তারে বলি?"
লগ্ন যে যায় চলি!

খুলে ফেল সব আভরণ ওগো সীতা,
বুকে ধরি লহ তোমার প্রেমের গীতা,

অন্তরাল

বাকল-বসন পরি' চল পতিব্রতা,
আজ্ঞা বনবাস—
কুসুমবনে ব্যথার গীতি উঠ্‌ছে বারমাস
আজ্ঞা বনবাস!

থাক্‌বো মোরা বনে বনে পাতার ঘরে,
কতই না ফল পাবো সেথা থরে থরে,
অশোক বকুল মঞ্জরিত ফুলহারে
সাজিয়ে দেবে তোমা—
গিরিনদীর সোনার তীরে খেল্‌বে ওগো রমা,
সাজিয়ে দেবে তোমা!

মৃগশিশু চাহনিচোর আস্‌বে ধীরে,
তালে তালে নাচ্‌বে শিখী পেখম ধরে,
বেণুর বনে বাজ্‌বে বাঁশি ঝুরে ঝুরে,
তোমার হাতের তালে—
পম্পাসরে খেল্‌বে রে প্রাণ, মরালিকার দলে
তোমার হাতের তালে!

আমার সনে খেল্‌তে খেলা অভিমানে,
হারিয়ে যদি যাও তুমি ঐ ফুল্লবনে,
অশ্রু আমার ঝর্‌বে অতি সঙ্গোপনে,
তোমার আঁচল লাগি'—
মানস সরের হংসগীতি তখন লব মাগি'
তোমার আঁচল লাগি'!

ফুলেরবনে ফুলশয়নে ফুল্লপ্রাণে,
ফুলকবিতার ছন্দখানি গাব গানে,

অন্তরাল

ফুলের সুরে রাঙিয়ে তুলি ঐ বিমানে,
ধর্‌ব মোরা পাড়ি—
ফুলের ভেলায় ফুলসাগরে ধরা দিব তারি
ধর্‌ব মোরা পাড়ি !

প্রিয়া, ওগো প্রিয়া !
সোনার কাঠির পরশ লভি' মঞ্জরিছে হিয়া
তোমার হিয়া !!

মান

ময়ূরপিচ্ছশিখাটি বাঁকায়ে
বসেছে ধীরে,
চাঁদিনী রাতির নিশুতি প্রহরে
হরষ-তীরে ;
দখিণা পবনে সোনালীগগনে
উঠেছে তারা,
কাননে কাননে অশোক বকুল
পাগল-পারা !
ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজিছে
গগন-তলে,
পিয়া পিয়া পিয়া গাহিছে পাপিয়া
অমিয়া বোলে !
ভরিয়া গাগরী দখিণাসুরভি
এনেছে বালা,
সাঁঝের প্রহরে ডাহুক কহিল,
এসেছে কালা।
সাজ' সাজ' রব পড়িল গোকুলে
নাহিক ক্ষণ,
যতেক যুবতী সাজিল সাধিয়া
আপন মন !

অন্তরাল

ফুলের গোপিনী করে কোলাকুলি
দুজনা মিলে,
প্রেমিক নাগর হাসে চাহি' চাহি'
কৌতূহলে!

যত কহে কথা রসের বারতা
ফুলের কানে,
ফিরে ফিরে চায় পথের মাঝারে
কাহার টানে!

কি যেন কি ভাবি' লইল তুলিয়া
মোহন বাঁশি,
বাজাল' বসিয়া প্রবাহে প্রবাহে
অমিয়-রাশি!

"সবে আছ মোর, একজন শুধু
নাহিক' হেথা,
তাই গুমরিছে হৃদয়ে হৃদয়ে
কেবলি ব্যথা।

সাঁঝের সায়রে এসেছি বসিয়া
বীথিকা-দ্বারে,
কেবল আমার পরাণ ভরিয়া
রেখেছি তারে।"

চাঁদেরে পাঠাল দূতী সাজাইয়া
প্রেয়সী ঘরে,
আসিল ফিরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া—
"নাহি সে ওরে!"

ছুটিল তড়িৎ মেঘবুক ছাড়ি',—
"যাইব আমি",
আসিল ফিরিয়া, "মরেছে সেজন,
নাহি ত স্বামি।"

পাঠাল তটিনী কলকলগীতি,
মুখরা বলে,'
সেও ফিরি' এল, উজান বহিল,—
"কে তারে ছলে?"

ফুলগরবিনী ধাইল দখিনা
মলয় গানে,
সে আসি' কহিল, "বাজে নাক' ব্যথা
তাহার প্রাণে।"

যত ছিল সখী নৃত্য-কুশলী
রঙ্গধামে,
সকলে ধাইল, সকলে ফিরিল
নিভৃত যামে।

এমনি করিয়া মান করে আমি
বসেত' আছি,
এমনি নিতুই দেউলে আমার
নিয়ত সাজি'!

এমনি শতেক গোপিনী আসিছে,
কহিছে কথা,
এমনি সকলে ফিরিয়া ফিরিয়া
পেতেছে ব্যথা।

অন্তরাল

এমনি নিভৃতে মাধবীতলায়
বাজিছে বাঁশি,
রাধা রাধা বলে পুলকগাঙে
ভাসিছে শশী।

ফেলেছি মুছিয়া হিয়াখানিভরা
ফুলের বায়,
ফেলেছি মুছিয়া কস্তুরী চুয়া
আল্‌তা পায়।

মুছেচি কাজর, আঁখির গোচর
কাঁচলি খানি,
নীলের উড়নী ফেলেছি সে দূরে
ত্যজিব জানি'

দূর করে দিছি নীল শাড়ী মোর
পরাণসাথে,
কত নব জনা নব সখীসমা
ধরেছি মাথে।

এরা সবে মিলি দিয়াছে যে মান
আপন করি',
তাই বেঁচে আছে আছে দিন গনি'
হৃদয় ভরি।

যাও তুমি শ্যাম বাজাও বাঁশরী
বদন ভরি',
মাধবীতলায় সখী সংসদে
বাজাও হরি।

অন্তরাল

আমি আছি আর আছে মোর মান
রাজার ঘরে,
করি নমস্কার, যাও আজি ঘরে,
দেখিব পরে।
মনের কথাটি কেহ ত' জানে না,
আমিত' জানি;
তোমার বিহনে নিখিল ভুবন
আঁধার মানি।
তব প্রেম লাগি' হয়েছি আজিকে
যোগিনী-পারা;
তোমার বিরহে নীল নভতলে
মানের তারা!
হোক্ যত মান যত মহীয়ান্
যতেক হিম্,
তোমারে হেরিলে বাজিবে না প্রাণে
শতেক বীণ্?
যদি কোনদিন এস' নারীবেশে,
আসিব আমি;
তোমারে ধরিয়া হৃদয় জুড়াব,
জানিও স্বামি!!

ফিরে পাওয়া

আজ্‌কে আমি হারিয়ে গেছি সন্ধ্যাবেলায় এইখানে,
এঘর ওঘর খুঁজ্‌ছি পাতি পাতি ;
তুপুর রোদে মাথার ধারে রাখ্‌নু তারে সাবধানে,
এম্‌নিধারা ঘুমিয়ে থাকি নিতি।
দেখ্‌ছি যারে ডাক্‌ দিয়ে কই অনুরোধের সুর তুলি',
বল্‌তে পার, হারিয়ে গেছি কোথা ?
আমার সেধন নয়নমণি সূর্য্যদেবের বুল্‌বুলি,
ক্রৌঞ্চবধূর বুক্‌ভরা সে ব্যথা।
আমায় ছাড়া জানেনা সে আপন বলি' এই ভবে,
আমার ব্যথার কাজল যে তার চ'খে ;
আমার বুকে জ্যোছ্‌না বেয়ে চন্দ্রতারার বৈভবে
নাম্‌ল আসি' নিত্য-পাওয়ার সখে।

ওরে, জানিস্‌ তোরা কেউ ?
অন্ধকারের অরুন্ধতী কোথায় গেছে নামি',
আমায় ফেলে, আমায় পিছু রেখে ?

আস্‌ল হেসে খোকা যে মোর বাজিয়ে তার ঝুন্‌ঝুনি,
কইল ডেকে, জানিনেত' বাবা,
কনক-চাঁপা তুলালী মোর কানের কাছে গুনগুনি'
কইল সে যে, জান্‌ত কবে কেবা ?

অন্তরাল

গৃহিণী তার ঘোম্‌টাখানি সীঁথির মূলে দেয় তুলি,
আমার পানে সোহাগভরে চাহি',
মুখের হাসি জাগিয়ে তুলি' অধর ভরি' নেয় ভুলি',
কইল বালা, আমার ঘরে নাহি।

খেল্‌না দিয়ে খোকার হাতে জড়িয়ে তার বুক্‌খানি
দেখনু সেথা চমক্ লাগে কিনা?
খুকীর বেণী দুলিয়ে দিতে, চাঁদের পিছু মেঘখানি,
দেখ্‌নু সেথা পরশ-রাঙা মীনা।
নিশুত্ রাতে প্রিয়ার সাথে ঝুলন্-ঝোলা স্পর্শ-সুখ—
মরণ-নদী মিলন দিয়া ঢাকি'
দেখ্‌নু সেথা সবার মাঝে আমার আমির জ্বল্‌ছে মুখ,
মধুরতর বাঁশির স্বরে থাকি'।

অম্‌নি ওগো, বুকের বীণা মিশ্রগীতির সুর ভরি'
উঠ্‌ল গেয়ে বুকের কূলে কূলে,
নূতন করে পেয়েছি তাই, হৃদয় ওঠে মর্ম্মরি',
উছল্ হাসি উঠ্‌ছে ফুলে ফুলে।

ওরে শুনিস্, শুনিস্ তোরা সবে—
আমার সে ধন পেয়েছি রে অগাধ সাগরতলে—
মুক্তা-দ্বীপে প্রদীপ যেথা জ্বলে!!

অচীন্ পুরীর যাত্রা

বাঁধন, ওরে, বাঁধন !
পাষাণ-প্রাচীর-কারাগার এই,
ছায়ার অবতরণ !
কেবল, ছায়ার অবতরণ !

নাই গবাক্ষ, নাইরে অক্ষ,
নাই আলো-মঞ্জীর,
নাহিক' বাতাস, কেবল হুতাশ,
নাই পথ মুক্তির ।

হাসিছে ও
কে রে
অট্টহাসি ?
কে রে
অবিশ্বাসী ?
কেরে তুই ?
ছায়া কি মায়া ?
অথবা
আমার ভ্রম !
প্রতি শিরামাঝে নাচিছে আজিকে
প্রলয়-বিষাণ-ক্রম !

হুঙ্কার ! ঐ, হুঙ্কার !
প্রলয়হুঙ্কার !
সংহার ! ঐ, সংহার !
প্রলয়সংহার !

ঐ যে বাতাসে ঝিলিম ঝলিছে,
গুরু গুরু গুরু মেঘ গরজিছে,
শোঁ শোঁ শোঁ সাগর হানিছে—
প্রলয়ভেরীর করতাল !
করতাল !
ঐ,
করতাল !
কাঁপিছে হের', কাঁপিছে ভূধর
কাঁপিছে !
ঐ,
কাঁপিছে !
প্লাবন !
প্লাবন !
জল প্লাবন !
ঐ,
আসিছে !
ঐ,
আসিছে !

ভেঙেছে, ভেঙেছে দ্বার,
লোহার দ্বার,
এসেছে পূর্ব্বাসার,
পূর্ব্বাসার !

দূরে—
আরও—
দূরে—
চমকি'
চমকি' চমকি' চমকি' চমকি',
পুলকি'
নাচিয়া যায়!
নাচিয়া যায়!
নাচিয়া যায়!

ঐ—
ঐ—
ঐ—
নীহারিকা ধূমকেতু,
ধূমকেতু,
ধূমকেতু!

হাঃ হাঃ হাঃ
সেতু?
ওরে,
এঁ্যা,
ওরে,
সেতু!
ওরে,
সাগর, সাগর,
উছল্ সাগর!
বন্ধন-হীন্ পাগল,
ওরে পাগল!

রেখা—
সবুজ রেখা—
মায়ার রেখা !
উথলি' উথলি' উঠিছে
মায়ার মেঘ,
কৃষ্ণ মেঘ !
পাহাড় ?
পাহাড় !
ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্যামল্ চক্রে
উঠেছে দিল্-বাহার,
শ্যামল পাহাড় !

মহুয়ার ঐ গাছ দেখা যায়
কালো পাথরের ধারে,
সাল শিমুলে শিস্ দিয়ে ধায়
নীল পাখী যেন, ওরে !

স্বচ্ছ নির্ঝরিণী !
ঝিণিকি, ঝিণিকি,
রিণিকি, রিণিকি,
ছুটেছে
গরবিনী,
মায়াবিনী !

ঐ যে পুষ্প-বিতান !
ঐ যে আলোর গান !
পাতায় পাতায় লতায় লতায়
দুল্‌ছে সবুজ প্রাণ !
শ্যামল প্রাণ !

অন্তরাল

মাধবীলতার বিতানে
পুষ্প-বিতানে,
ছিন্নপত্র-বিতানে
পত্র-বিতানে,
রয়েছে জন্মভূমি !
আমার
শ্যামল জন্মভূমি !

ঐ—
ঐ—
ঐ—
উপল-পাথর-নীড়ে,
মণিমাণিক্য ঘিরে,
রয়েছে,
আহা,
রয়েছে সকল ঘিরে,
আমার
সূর্য্যচন্দ্র
বাঃ বাঃ রে !

ঐ কালো পাথরের দেশে,
যেথায় চল্‌ছে ঝর্ণা বেয়ে,
ঐ নীল বনানীর শেষে
আলোক ফেল্‌ছে কানন ছেয়ে,-

সেথায়—
ওগো,
সেথায়,
বাজায় বাঁশি !

কেরে ?
আমার—
মোহনসুরের বাঁশি !
আমার
কাজ্‌লারাতের বাঁশি !
আমার
মদনমোহন বাঁশি !
কেবল বাঁশি !

আমি যাব, আমি যাব,
ওরা ডাক্‌ছে মোরে !
আমি যাব, আমি যাব,
ওদের রাখ্‌ব ধরে !

ওদের মুখের বাঁশি টেনে,
ওদের মুখের হাসি এনে,
ওদের সাথে ঐ বিপিনে
আমি—
করব রংয়ের খেলা,
কেবল খেলা !

ওরে, দুর্দ্দাম, ওরে, দুর্দ্দাম !
ওরে, দুর্দ্দাম !
ওরে, ওরে, দুর্দ্দাম !
অন্ধকারে কে ভেঙেছে
বাঁশি ?
খেলার বাঁশি,
খেলার বাঁশি !
ওরে,
কে ? কেরে ?
আত্মারাম !!

নেমেছে আষাঢ়

ব্রজের দুয়ারে নেমেছে আষাঢ়,
নয়নে লেগেছে পরিমল !
ওরে, গগনে ছুটেছে কলকল !!

ফেলে দিয়ে আয় আপন গৃহের
ফেলে দিয়ে আয় সব কাজ,
আধেক্ পূজার পূজারী কাঁদুক্,
বুকে বয়ে যাক্ সব বাজ !

আভীর-বালিকা দুধের গাগরী
ঢেলে দেবে দিক্ সলিল-উপরি,
তনুখানি তার নিঙারি' নিঙারি'
পুলকে পুলকে ভেঙে যাক্—
যাহা পড়ে আছে পড়ে থাক্ !
রন্ধন-শালে যদি বরনারী
বাড়াইয়া থাকে তার হাত,
তার ভাঙাগানে করুক্ সেজন
পরাণ ভরিয়া প্রণিপাত !

ওরে, ব্রজের দুয়ারে নেমেছে আষাঢ়,
পরাণ-সিন্ধু উতরোল—
মনে আজি নাহি কোন গোল !

অন্তরাল

দিয়া থাকে যদি স্তনের বোঁটাটি
শিশুর অধরে করি' পরিপাটি,
ফেলে দিক্ দূরে সব স্নেহকাঠি,
ছুটে ছুটে যাক্, এল সাঁজ,
দূর করে দাও সব কাজ!

যেথায় যে আছ, এস' ছুটে এস',
সাজ' সাজ' আর নাহি খন্,
যমুনা-সিনান-সময় এসেছে,
ছেড়ে এস' সবে গৃহকোণ্!
নীল শাড়ী দিয়া ঢাক' তনুলতা,
পায়ে পায়ে পর রঙীন্ আলতা,
চ'খে অঞ্জন, খঞ্জন যথা,
চরণে নূপুর-শিঞ্জন,
পরকীয়মনোরঞ্জন।

হাতের কাঁকণ রুণুঝুনু রবে
বাজে যেন সব আভরণ,
কাণের দোদুল্ দোলন-চাঁপায়
নাচে যেন হিয়া ঘনেঘন্!
কটিবাসে কভু প'রোনা নিচোল,
ও রাঙা চরণে প'রোনা কাজল,
অধরের রাগ পরাণ-উতল,—
ঘটে নাহি যেন পরমাদ,
মিটে যাবে তব সব সাধ!

মেখলা-শিকল কণ্ঠে প'রোনা,
নিতমে প'রোনা ফুলহার,

অন্তরাল

মৃণালে ঢেক'না ও রাঙা কপোল,
বক্ষে বসন চম্পার !

ওরে, ব্রজের দুয়ারে নেমেছে আষাঢ়,
বলাকা উড়িছে থরেথর ;
বকুলে কোকিল করে কলরব,
কাননে জাগিছে মর্ম্মর !
শূন্য গাগরী তুলি' নাও কাঁখে,
পূজা ভরি' দাও বনতরুশাখে,
বেতসীরে কহ, যেন কথা রাখে,
চুমু আঁকি' মুখে কহ, ভাই !
ফিরে আসি' কব, শুন রাই !

নাচুক্ ময়ূরী পাখা দুটি মেলি',
সারিকারে ডাকি' কহ, প্রাণ !
যমুনার জলে আজিকে নিশীথে
ভাসায়ে আসিব সব মান !
আর নহে সই, চল এবে চল,
এনেছে দখিণা সেই পরিমল,
উঠে তটে তটে সেই কলকল,
বাজে বাজে দূরে বাঁশি রে !
নূপুরে লুটিছে হাসিরে !

নীলনবঘনে কে এল কে এল,
পীতবাসে বসি ক্ষণিকা,
বলাকার শাঁক বাজিল বাজিল,
মেঘে মেঘে পদরণিকা !

যমুনার পথে ফুটেছে মুকুল,
ফুলে ফুলে ফেরে লোল অলিকুল,
গন্ধ ঢালিছে শিরীষ বকুল,
কে এল, কে এল বনমাঝ,
বহুদিন পরে এল সাঁঝ !

ঢাল ঢাল মেঘ অঝোর শ্রাবণ,
ভেসে ভেসে যাক্ সববন,
গাঁথ মালা গাঁথ চমকে চমকে,
মেঘে মেঘে আজি হ'ক রণ !
মনের তমালে লেগেছে পূবালী,
শিহরিছে তাল, সহকারগুলি,
ভাদর ভাতিছে, কাঁপিছে চামেলী,
শিরামাঝে বহে রাঙা জল,
দূরে দূরে যায় মনতল।

ওরে, ব্রজের দুয়ারে নেমেছে আষাঢ়,
নেমেছে ঘিরিয়া সববন,
মহাসন্ধ্যার যোগাসন !

আন্ আন্ সই, সহকার আন্,
বাঁশী বুঝি এলো এলো রে,
স্তনদুটি ভরি' আন্ জল আন্,
বান বুঝি দেখা দিল রে !
ওরে, ব্রজের দুয়ারে নেমেছে আষাঢ়,
নয়নে লেগেছে পরিমল,
ওরে, গগনে ছুটেছে কলকল !

অন্তরাল

মুখখানি তুই দেখেছিস্ ওরে,
দেখেছিস্ সেযে রাঙা রে,
দেখেছিস্ তারে মনের আরশে
যেথা নামে রবিধারা রে!

লহ লহ দেখি জীবনে এবার,
শুভ'খন নাহি আসে বার বার,
আপনারে তুই চিনেনে কাঁহার
ভাব-ভরা তুই ভাষা রে,
দেখেছিস্ সেযে রাঙা রে!

তোল সই, তোল আঁচর ভরিয়া
তোল মনোবনে ফুলদল,
তোল গেহে গেহে গাহন করিয়া
তোল, যত যত পরিমল!

ওরে, ব্রজের দুয়ারে নেমেছে আষাঢ়,
নয়নে লেগেছে পরিমল;
ওরে, গগনে ছুটেছে কলকল!

ভেবেনে মনে ভেবেনে সখি,
কেমনে সপিবি মনপ্রাণ!
বুকে বুক্ রাখি' অধরে অধর
কেমনে ঝুরিবে সব ভাণ্।

কত কাল ধরে চলেছিস্ বেয়ে,
কত নদ-নদী জনপদ ছেয়ে,
মনের কান্না দিনে দিনে কয়ে,
দিশি দিশি গাহি তার গান,
ভেঙে যাবে আজ সব ভাণ্!

অন্তরাল

চিরদিন তোরা চলেছিস্ নামি'
নীলিমা-গোমুখী-প্রবাহে,
ব'শেখী আকাশ তোরে ঠেলি' দেয়,
হেথা নয় হেথা, সখা হে!

যার ঘরে যাও, সে দেয় ফিরায়ে,
অতিথির মান গিয়াছে হারায়ে,
অমানিশীথের কপোতী নাচায়ে
গৃহ হ'তে বনে ধেয়ে যাও,
আরও দূর হ'তে দূরে যাও!

নাই ধারা ওরে, নাই ধারা আর,
নাই ধারা ভরা সাগরে,
পথ নাই হেথা, কূল নাই হেথা,
নাই বনরেখা দুয়ারে!
ফিরে চল্ তোরা, ফিরে চল্ সখি,
গতিগীতিকথা আছে আছে বাকী,
এখনো তমালে গাহে কত পাখী,
ঝুলন্ আসিছে ধেয়ে চল্!
চল্ সবে তোরা গৃহে চল্!

ওরে, প্রতীচীর রবি হেলিয়াছে আজি
হেলিয়াছে পূব্ গগনে,
ব'শেখী বাতাস শিখিয়াছে আজি
মলয়ার গীতিহরণে!

অন্তরাল

শিখিয়াছে মরু ফোটাতে কুসুম,
পাহাড়ে জেগেছে রাঙা কুঙ্কুম,
নদীর ললাটে আঁকিয়াছে 'চুম্'
নীল-বনরেখা-দুয়ারী,
এসেছে এসেছে পিয়ারী!
ওরে, ব্রজের দুয়ারে নেমেছে আষাঢ়,
নয়নে লেগেছে পরিমল,
ওরে, গগনে ছুটেছে কলকল!

দোল্‌পূর্ণিমা লেগেছে আজিকে,
লেগেছে শ্রীরাসলীলা,
দোলন-চাঁপায় দুলিয়া দুলিয়া
নিয়ে যা তোরা খেলা!

যেথায় যে আছ এস ছুটে এস,
সাজ' সাজ' আর নাহি খ'ন,
যমুনা-সিনান-সময় এসেছে,
ছেড়ে এস' সবে গৃহকোণ্;

ওরে, ব্রজের দুয়ারে নেমেছে আষাঢ়,
নয়নে লেগেছে পরিমল,
ওরে, গগনে ছুটেছে কলকল!!

মুক্তি

আজিকে নিশীথে নির্জ্জনে গৃহে
তোমারে কহিব কানে ;
যে গান আমার মর্ম্মের মাঝে
মুরছে খ'নে খ'নে !
কেহবা হাসিবে, ঘৃণায় ফিরিবে,
কেহ বা পাড়িবে গালি,
কেহ বা কহিবে, সভ্য সমাজে
পরায়েছ' মুখে কালী।
নূতন সাধনা, ধ্যানের আলোক
যদি বা পেয়েছি কভু,
হোক্ লাঞ্ছনা, হোক্ গঞ্জনা,
হারাতে পারিনা তবু।
তুমি মোর প্রিয়া হরিণ-নয়না,
মধুরিমা ঝরে গায়,
তোমার তনুর তণিমা বাহিয়া
মোর মন কারে চায় ?
নারী তুমি ধনি ! অনন্ত-লাবণী
যৌবনে আছ হারা,
নর আমি রাণি, পিপাসা-সাগর
করিছে পাগল-পারা।

অন্তরাল

দ্বারে দ্বারে যবে পড়েলো আগল,
নিশীথ বাজায় বাঁশি,
তোমার দেহের মিলন-দোলায়
নিতি আমি হেসে আসি।

কোথা থাকে তব বেণীর বাঁধন,
কোথা থাকে কটিবাস,
লাজখানি তব কোথা, সাবধানি,
নগ্ন কেন বা আশ ?

দুরু দুরু দুরু কাঁপে কেন হিয়া,
কেন ধরি' রাখ বক্ষে ?
জড়ায়ে জড়ায়ে কেন বা আমারে
চুমু আঁকি' দাও চক্ষে ?

অধরে অধর নয়ানে নয়ান
বয়ানে বয়ান রাখি',
কেন বা আমারে নিগড়িত করি'
ধেয়ে যাও কোথা পাখী ?

দেহের মিলনে এমনি কাঙাল,
এমনি গো ভিখারিণী,
এমনি নিবিড় বাহুর বাঁধনে
এমনি গো সাবধানী।

মোর তনু যদি না হ'ত তোমার,
না হ'ত তোমার রাণি,
এমনি করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে
হইত কি কানাকানি ?

ভাবিতে পারো কি সে শুভ সময়ে
মম দেহ তব দেহ,

অমনি নিবিড় বাহুর বাঁধনে
শকতি দিত বা কেহ ?
সে দেহের লাগি' যতেক মিলন,
যতেক রসের ধারা,
ভাবিতে কি পারো, ওগো, সখি, ওগো,
যে তুমি আত্মহারা।
তুমি এক, যথা আমিও একক,
নিশ্চিত এ ব্যবধান,
তোমায় আমায় এক হয়ে যাই,
নাই বাধা ওরে, প্রাণ!
আমিও পূর্ণ, তুমিও পূর্ণ,
পূর্ণ প্রাণের তিয়াস,
পূর্ণিমা তাই ভিন্ন দেহের,
পুরিল মনের আশ।
দেহ দিয়া দেহে মিলাইয়া যাই,
রহে না ত' কিছু বাকী,
রহে না ত' মোর দেহভাণ্ডারে
আপনার বলি' রাখি।
এসোনা ফিরিয়া, এসোনা ফিরিয়া,
এখন' আধেক্ বাকী,
দেহের গঙ্গা-যমুনা ঘুরিয়া
এসেছি প্রয়াগ রাখি'।
কোথা বসি' সখি ! মিলে যাই মোরা,
মিলে যাই এক হয়ে,
কোথা সেই স্থান ? কহ কহ মোরে,
নিশি যায় মিছে বয়ে !

অন্তরাল

নহে কি গো, সে গো, মানস-কমল,
চিত্ত-সরসী-জলে,
নহে সেথা সখি, পলে পলে আসি'
ভ্রমর-বঁধুয়া দোলে ?

মনে ওঠে পড়ে ভাঙে গড়ে গড়ে
পীরিতি-সাগর-ঢেউ,
নাহিক' সেথায় বসিয়া হেরিবে
পৃথিবীতে আছে কেউ।

মন আসি' মনে পড়িছে সেথায়,
যেন রে, গঙ্গাধারা,
আত্মা দুই জনা হয়ে আন্‌মনা
আনন্দে হতেছে হারা!

সেথায় নহেক' তুমি ওগো, ধনি,
নহেক' তোমার প্রিয়,
দুজনা মিলায়ে, দুজনা বিলায়ে
হয়ে আছি মোরা প্রেয়।

আকাশের পরে রবি-দ্যুতি-কণা
যেমন হেরিছ তুমি,
সেই মত জেনো, এই গীতিকথা
বেদের জনমভূমি!

উপনিষদের ঋষি পেয়েছিল
আত্মার সন্ধান,
গহনে কাননে যুগ যুগ বসি'
যোগাসনে পাতি' কান।

কিবা কাজ বনে ? কিবা জপে তপে ?
কিবা যুগে যুগ ধরি ?

দেহের মিলনে পরপারে রাজে
মুক্তি, যুক্তি ডারি'।
আমার সত্যের আদি অবতার
শ্রীরাধিকা-প্রিয়তম,
শ্রীরাধাপেলবহিয়াপল্লবে
লিখেছিল, তারে নমঃ।
আসিলেন নামি' স্বরগ হইতে,
জানিনা সে আছে কোথা?
গোপিকারমণ রসচূড়ামণি
কহিতে প্রেমের কথা।
ডাকিত সে বাঁশি যমুনায় আসি',
ওগো, রাধা বিনোদিনি!
এস' সখি, এস', এস' গো, রূপসি,
তব প্রেমে বাঁধা ধনি!
সেই বৃন্দাবনে বাঁশরীর স্বনে,
সেই সে কদমতলে,
সেই অভিসারে আপনারে হরি
রাধিকার করে তোলে!
সেই রাসলীলা, ঝুলন-ঝোলায়
সেই সে বঙ্কিম ঠাম,
বুকে বুক রাখি', মুখে মুখ রাখি',
চুমে চুমি' অবিরাম;
সেই সে প্রিয়ার পদতলে পড়ি'
আঁখির সলিলে ভাসি',
"ক্ষম মোরে রাধা, ক্ষম গো, রূপসি,
জীবনের তুমি শশী।"

অন্তরাল

কত জলকেলি, কত সে বিহার,
কটিবাসচুরি কত,
কি কব তোমারে, হে মোর দয়িতা,
কত কথা শত শত।
পেয়েছিল রাধা কৃষ্ণ-পীরিতি,
পেয়েছিল রাধে কৃষ্ণ,
পেয়েছিল সেথা শতেক গোপিনী
সেই প্রেমমধু উষ্ণ।
তাতেও কৃষ্ণ হ'ল না তৃপ্ত,
হ'ল না রাধিকা বালা,
শ্রীচৈতন্যরূপে আসি' গৌড়ধামে
গৌরাঙ্ হইল কালা।
দেহেরমিলন যাহা ছিল বাকী
বৃন্দাবনলীলামাঝে,
পূর্ণ করিয়া লইল তাহারে
কৃষ্ণ-রাধিকা-সাজে।
অন্তরে তার বিরাজে কৃষ্ণ,
বাহিরেতে রূপ রাধা,
পূর্ণিমা তাই কৃষ্ণলীলার
বৃন্দাবনে ছিল আধা !!

দারিদ্র্য

সৃষ্টির প্রথম মাটি আমারি এই শ্যামলিনী কায়া,
কোন্ ভূমা ব্যোম হ'তে পেয়েছে সে অরূপের ছায়া?
কত রূপ, কত রস, কত গন্ধ, মলয়-পরশ,
সকল মিলিত গীতি সৃজিল এই পূর্ণিমা-হরষ!
এ তনুর মধ্যদেশে দেবদারুসারিবন দিয়া,
চলেছে অলকনন্দা হিমাচলপরশ লভিয়া!
সাহারার মরীচিকা দূর হ'তে দেখে শিহরিয়া—
সকল বনের ফুল, পুষ্পলাবী বালিকারে দিয়া
পাঠায়েছে কত অর্ঘ্য, চেতনার কত পরিণাম,
স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে, ছন্দহীন বিগতবিরাম!
শ্যামল নিকুঞ্জবন বানীরবেতসী করে আলা,
হিন্তালতমালতাল তারি সাথে করে কত খেলা!
তার প্রান্তে মেঘনীল শস্যক্ষেত্র, দিশাহারা সীমা,
পীনোন্নতপয়োধর উর্ব্বশীর নগ্ন-দেহবীণা,
সুরহীন পড়ে রহে, নৃত্যহীন যৌবন-হিন্দোল,
তন্ত্রীর কলঙ্ক ভরি' থেমে গেছে ব্যথার কল্লোল!

এস' এস' হলধর! পতিত রয়েছে কত মাটি,
শাণিত হলের ঘাতে তারে তুমি কর পরিপাটি।
আগাছার শব দেহে তব কান্তি বিলাও মাটিরে,
তাহাতে ফলুক্ সোনা, বেঁধে ফেল' বণিক্‌বধূরে!
তোমার হলের গতি সাজাইয়া রবির কিরণে,
তণু তণু করি' কাটি', অতনুর মিলন-বিপিনে,

অন্তরাল

পাঠাইয়া দাও তারে তলাতলমহাতলতলে—
সৃষ্টির প্রথম দোলা যাহা হ'তে এলো মহাপলে।
নয়ন-ঈশানকোণে ওঠেনিকি বৈশাখী-আকাশ ?
তোমার চাষের 'পর পড়িবেনা বরষার আশ ?
তোমার হলের টানে বেদনা হউক্ মঞ্জুরিত,
বেদনার উৎসমুখে শোণিত হউক্ সঞ্চারিত !
শোণিতে রাঙিয়া যাক্ চিত্তের সে গোধূলি-বিতান,
রাঙাজবা প্রকাশিয়া ভেঙে যাক্ নিখিল পরাণ !
নিম্নমুখী গতিবেগ, নিম্নমুখী সৃজনের ধারা,
নিম্নমুখী মহাকাল অন্ধ হয়ে কেন আত্মহারা ?
নিম্নমুখী রবিদ্যুতি, নিম্নমুখী দখিণামলয়,
নিম্নমুখী সাগরের পূর্ণিমায় জলের নিলয়।
নিম্নমুখে ধেয়ে চল, নিম্ন হ'তে আরও নিম্নস্তরে,
যেথায় নিখিল গতি ঝুরিয়া পড়েছে একেবারে।
সেথায় চম্পকমূলে ঘনবনে, ঘননিশাকালে,
তুষারপ্রচ্ছন্নগুহা, তার মাঝে নিভৃত দেউলে,
একটি বিরাট নদী অমৃতের জেনেছে সন্ধান,
তারি মূলে তমালের স্নেহচ্ছায়ে রচিত বিতান।
সেথায় মিলন-গীতি বৃত্তাকারে উঠিছে কেবল,
আমার জনমখণ্ড বাল্মীকি সে লিখে অবিকল।
বাহিরের এই শান্ত, শরতের এই শ্যাম-লেখা,
বরষামুরজতালে বেজ যাক্ গরবিণী কেকা !
নেচে যাক্ তরঙ্গিনী নৃত্যশীলা মালবিকাপ্রায়,
চন্দন-চর্চ্চিতদেহ বহে যাক্ দখিনা-মলয় ;
ইন্দ্রধনু, পুষ্পধনু, অরূপ রূপের আলিপনা,
বাহিরের এ জগতে বয়ে যাক্, কেবা করে মানা ?

অন্তরাল

তোমার বেদনা-মন্ত্র, হে দারিদ্র্য, হে পরম হোতা,
জায়াসম পুত্রসম ভৃত্যসম দিক্ নবীনতা।
বেদনা-অনন্দ-মধু তুমি যদি নাহি দিতে ঢালি',
অমৃতের পুত্র বলি' কেমনে দিতাম করতালি ?
বেদনায় ওঠে গীতি, বেদনা আনন্দ-মহান্,
বেদনার ক্ষুরধারে চেতনা মহামহীয়ান্।
হে কৃষক ! হে কৃষ্ণ সখা, অমৃতের হে দধি-মন্থন !
হে দারিদ্র্য, কর্ম্মীবীর, ছিঁড়ে ফেল ও অবগুণ্ঠন !
বেদনার তীক্ষ্ণ ধারে চেতনা বহুক্ উজান্,
চেতনায় বিশ্ব-ধরা জ্ঞাতা জ্ঞেয় লভুক্ পরাণ !!

ভিক্ষা

বসন্তের ফাল্গুন উৎসব
গুমরিছে !
পরাণের মাধবী-বিতান
ভাসিতেছে।
চিত্ত-তটেতটে,
যমুনার ঘাটে !

গাছে গাছে গুঞ্জরিছে পাখী
থাকি' থাকি',
ফুলে ফুলে মুঞ্জরিছে আঁখি
আঁকি' আঁকি !

ফুটিল অশোক,
সহ চিত্তলোক !
ফুটিল বকুল,
ভাঙিয়া মুকুল !

বঞ্জুল বানীরতটে বাঁশি
রহি' রহি',

অন্তরাল

মঞ্জুলপরাগচূর্ণরাশি
বহি' বহি',
ছুটিল বাতাস !
পরিপূর্ণ আশ !

ছন্দবন্ধ নূপুরশিঞ্জন
রুণু রুণু,
কামিনীর কাঁকনগুঞ্জন
ঝুনু ঝুনু
ভাঙিয়া পড়িল বনে,
অপূর্ব্ব সেক্ষণে !

গোধূলির যবনিকা হ'তে
নামিল চাঁদিমা,
আবীরের ফাগ লয়ে হাতে
ফেনিল' রাঙিমা !
পুষ্প-গৃহেগৃহে
ছুটিল যুবতী,
লতা-কুঞ্জেকুঞ্জে
বিলাইল রতি !
পাপিয়া গাহিল বনে,
আকুলপরাণে !

নিঝুম নিকুঞ্জ-থলী,
কুসুমের কলি
রহিল চাহিয়া ।

অন্তরাল

দুই পাশে ফেলি' ফুলদল
সীঁথির মতন,
রাশি রাশি বৃক্ষলতাজল
সীঁথির মতন,
আঁকিয়া বাঁকিয়া,
বাঁকিয়া আঁকিয়া,
চলিয়াছে পথ
সৌধ-পানে।

চন্দ্রকান্ত-মরকত-হীরা-
লাঞ্ছিত প্রাসাদ,
চন্দ্রচূড়-অট্টহাসি-ধারা-
নির্ম্মিত প্রাসাদ!

অঞ্জনখঞ্জন শিলা
নয়নরঞ্জন,
কজ্জলউজ্জল শিলা
নয়নরঞ্জন,
ডালিমলাঞ্ছন শিলা
নয়নরঞ্জন,
উত্তপ্তকাঞ্চন শিলা
নয়নরঞ্জন!
শ্বেত হাসি!
কাশরাশি!

দূরে গাহিছে কলতানে
সুন্দর বাউল,

ধীরে আসিছে প্রাণে প্রাণে,
কাঁপিছে দেউল !
আসে গীতধ্বনি,
রণি' রণি' !

"প্রেমের নির্ঝরঝরণায়,

কুলু কুলু
কুলু কুলু !"

তৃষ্ণার্ত্ত পথিক ওরে, আয়

কুলু কুলু
কুলু কুলু !

আসিছে সঙ্গীত
তরঙ্গে তরঙ্গে
সঞ্চিত এ গীত !

বাজায়ে নিশায় একতারা
বাউল পথিক,
ভুবনে ফিরাল' রসধারা
অমৃতপ্রতীক্ !
ভিক্ষা চাহি,
নৈষ্ঠিক্ ব্রাহ্মণ !
ভিক্ষা চাহি
চৈতন্য-রঞ্জন !

অন্তরাল

বাম হাতে স্বর্ণময়ী থালী,
ডান্ হাতে সম্বরি' আঁচলী,
নামিয়া আসিল বিষ্ণুপ্রিয়া,
হরি প্রিয়া।

রক্তরাগবসনআভায়
যৌবন চঞ্চল,
রক্তরাগসন্ন্যাসনিষ্ঠায়
চঞ্চল অঞ্চল!
থর থর কাঁপিতেছে বালা,
উল্লোলকল্লোল-আলা!

ভিক্ষা লভি' চলিল সন্ন্যাসী,
ঢালি' প্রীতি, প্রেম, রাশি রাশি!
ধরিল সঙ্গীত!

বাণী-অকথিত!
ধ্বনি-মঞ্জুরিত!
কুহু-গুঞ্জরিত!
মূর্চ্ছনা-সঞ্চিত!

"বসন্ত এসেছে যমুনায়!
ঝর ঝর
ঝর ঝর
ঝর ঝর!

ঝুলনে ঝুলিছে শ্যামরায় !
ঝর ঝর
ঝর ঝর
ঝর ঝর !”

দূর হ’তে দূরে !
বন হ’তে বনে !
দূরে !
বনে !
দূর বনে !
প্রাণ-মনে !

বহিছে সঙ্গীত !
আসিতেছে তৃপ্তির ইঙ্গিত !

তখনও দাঁড়ায়ে বিষ্ণুপ্রিয়া,
স্রস্ত ভিক্ষা-থালী,
রঙনে রাঙিছে রাধাহিয়া,
ব্যস্ত চন্দ্র-মালী !
চাঁদের আলোকছায়ে ছায়ে,
রাঙারঙে রাঙিছে সে গায়ে !
পরিপূর্ণ রক্তরাগ,
পরিপূর্ণ ফাগ,
বিষ্ণুপ্রিয়ায় নামিতেছে ধীরে,
ধীরে ধীরে ধীরে,
তরঙ্গের নীরে !

তখনও মূর্চ্ছনা শোনা যায়
বুকের স্পন্দনে,
তখনও লহর বহি' যায়
কানের গুঞ্জনে!
কানের গুঞ্জন তোলে
মরমে শিঞ্জন,
মরম-শিঞ্জনে ভাসে
চ'খের অঞ্জন!
ভাসে আঁখি-পাতে!
ভাসে মৃদু বাতে!

"শ্রীরাধা আসিছে কুঞ্জদ্বারে!
রুমু রুমু
রুমু রুমু
রুমু রুমু!
বাজায় বাঁশরী কৃষ্ণ ঝুরে!
রুমু রুমু
রুমু রুমু
রুমু রুমু!"

মূর্চ্ছনার শেষ তান,
বিষ্ণুপ্রিয়া করিতেছে পান

"শ্রীকৃষ্ণ রাধারে ভিক্ষা করে!
ঝুমু ঝুমু
ঝুমু ঝুমু
ঝুমু ঝুমু!

রাধিকা ঢালিছে প্রেম তারে
ঝুমু ঝুমু
ঝুমু ঝুমু
ঝুমু ঝুমু।"

বাঁশির মঞ্জীর জীর্ণ,
জীর্ণ রে সঙ্গীত।
প্রেমের আবীর পূর্ণ,
পূর্ণ রে ইঙ্গিত।
বসন্তের বনচ্ছায়ে
ছিন্ন রে বল্লরী।
শ্যামকান্তা বিষ্ণুপ্রিয়া
মূর্চ্ছিতা গুঞ্জরি' !!

প্রার্থনা

ওরে, গোধূলি নেমেছে মোর আঙিনায়,
লেগেছে দখিণা হাওয়া,
চকোর উড়িছে পরাণ-আকাশে,
মেঘে মেঘে তরী-বাওয়া !

বিদেশী কে তুমি রাজপথ দিয়া,
কোটি চাঁদে রূপলহর ছানিয়া,
হাসিয়া হাসিয়া চাহিয়া চাহিয়া
চলিয়াছ হাঁকি' হাঁকি',
"নখরঞ্জনী এনেছি তুলিকা,
পদতলে দিব আঁকি'।"

সখি, রাজার কিশোরী, নবীনা ঘরণী,
মাধবী জেগেছে বুকে,
চুমুর আবেশে নয়ন ঢুলিছে,
পরাণ জেগেছে চ'খে !

সহকার-শাখী মঞ্জীর ভরি',
আনিয়াছে ফুল রক্ত-চামরী,
বকুল এনেছে মুকুলের ঝুরি
নব-জাগরণতীরে,
নব-গঙ্গার লেগেছে বাতাস,
এসেছে চৈত্র ধীরে !

অন্তরাল

সখি, পাপিয়া গাহিছে ফুলকলিভাগে,
ভ্রমর ধরেছে বীণা,
গৃহ-কপোতিকা প্রাসাদ-শিখরে,
আজিত' নহে সে দীনা !

ঘন-বন্ধুর-শ্যাম তৃণভূমি,
মৃগবালকের রাঙা ঠোঁট্ চুমি',
বনেরে জাগায়ে জাগিছে আপনি,
খেলিছে অরূপ খেলা,
আজি পিতামহ সেজেছে বালক,
শিশু মিলায়েছে মেলা !

সখি, মোর মনোবনে শ্যামল তমাল,
শ্যাম্‌লা-বীথিকা-ছায়া,
শ্যামরূপে সেথা গগন ছেয়েছে,
বাতাসে উঠেছে কায়া !

সেথা শ্যামবনে যত ঘনগাছ,
শ্যামরঙে তারা বেঁচে আছে আজ,
শ্যামল তটিনী পরিয়াছে সাজ,
শ্যাম-প্রেম-সমারোহে,
গহন কানন গিরিনদীজল
শ্যাম ধরিয়াছে দেহে !

সখি, দাও দাও মোর নয়ন আঁকিয়া,
এনেছ' কাজল-লতা ?
পাতায় পাতায় নেমেছে নয়ন,
দেখো, দিয়োনাক' ব্যথা

অন্তরাল

বেদনা দিওনা, দিও নাক' চাপ,
পুষ্প-পরাগে ঢেলোনাক' তাপ,
কেবল সরস পরশের ছাপ
দিও দুহু দুহু চ'খে,
নিখিল বিশ্ব খুলিয়াছে চোখ,
বাসনা জেগেছে বুকে!

সখি, নখরঞ্জনী আনিয়াছ কিগো,
রাঙা রাঙা রূপলেখা ?
প্রথম-প্রণয়-শিহর জাগিছে,
কিছু হয় নাই শেখা!

আমার গগন-চরণে-চরণে,
লিখে দাও রাঙা মেঘ-আবরণে,
লিখে দাও সখি, ফুল বনেবনে
মেঘভরা তুলিকায়,
বনে বনে মোর চরণ পড়িছে,
রাঙা জবা মোর পায়!

সখি, কাশ্মীর হ'তে এনেছ' বসন,
আনিয়াছ নীল শাড়ী ?
পুলকিত-নীপ শ্যামধরা-দেহ
যৌবনে বাড়াবাড়ি!

ফুলেফলে তার নিচোল হাসিছে ?
তার তীরভাগ দখিনা টানিছে ?

পীনপয়োধর ভাসিছে ভাসিছে,
বরষা নেমেছে দেহে,
আজি সন্ধ্যায় ডেকেছে দাহুরী,
কেকা নাচিতেছে গেহে।

সখি, অধর-পল্লবে রেখা টানি' দাও,
তটিনী-মেখলাখানি,
শ্রীচরণে মোর কুহুকেকাতানে
নূপুর বাঁধ গো, আনি'!

সূর্য্যতারার রূপের শিখাটি,
মোর আভরণে পড়ে যেন লুটি',
ঘন মেঘ-বেণী করি' পরিপাটি
বেঁধে দাও নয়া-ছাঁদে,
আজিকে আমার ভিন্ তীরে বসি'
চকা চকী বুঝি কাঁদে!

সখি, উষসী-কপোল কেমন নিটোল,
তাহে জ্যোতি-কুঙ্কুম,
দেহ সখি, দেহ, মিনতি আমার,
আঁখিতে দিওনা ঘুম!

রবির আলোক আরশী ধরিয়া,
বসন ভূষণ তুলিয়া তুলিয়া,
যেথা যেটি খাটে, সেথা সেটি দিয়া
দেখিব কেমন হ'ল,
আমারে হেরিয়া হাসে যেন সে গো,
এমনি সাজিয়ে তোল!

অন্তরাল

সখি, ইহুদী রমণী, কাশ্মীরী বালা,
মাধবী তলায় আসে,
দেখো, সখি, দেখো, কেহ নাহি পারে
দাঁড়াতে আমার পাশে !

কতদিন ধরি' শিখিয়াছ কাজ ?
এস, লহ মোর চুমুখানি আজ,
তুমি দিলে মোর অপরূপ সাজ,
আর কেবা দিত আজি,
আমার দেহের ফলের ফসলে
তুমি ভরিয়াছ সাজি !

সখি, দেহের পরশ করিছ কামনা,
বাঁধনে বাঁধিবে মোরে ?
তনু পর তনু অতনু হইবে,
আজি গাঁথা ফুলডোরে !

কিবা নাম তব ? কোথায় বসতি ?
কেন ঠোঁটে ভরি' উঠিয়াছে রতি,
দেহে দেহে তব রূপের আরতি,
কহ কেবা তুমি মেয়ে,
নিখিল বিশ্বে করেছ রূপসী
দেহের স্পর্শ চেয়ে !

সখি, ছিল না'ক তব কোন নামরূপ,
ছিল নাক' কোন কাজ ?
ঘরছাড়ি' আমি যাই অভিসারে,
তুমিই দিয়াছ সাজ !

অন্তরাল

তোমার মিলনে আমি যাব বলে,
তুমি আসিয়াছ অতি অবহেলে,
আমারে লভিবে, তাই কুতূহলে
সাজাতে এসেছ আজি,
নিখিল বিশ্বের ধারায় ধারায়
রাধারে রেখেছ' বাজি!

সখি, অঙ্গ-আভরণ যাহা ছিল বাকী,
যাহা বাকী রূপ-রেখা,
তব দেহ ছাড়ি' মোর দেহে সে যে
আজিকে দিয়াছে দেখা!!

কাব্য-লক্ষ্মী

শুন হে, মরত-বাসি,
আজিকে যেগান গাহিব নিশীথে,
কাহারো শ্রবণে পারেনি পশিতে,
শুনো সেই গান পথে যেতে যেতে
গন্ধ-রাজের রাশি,
যমুনা-পুলিনে বাঁশি!

আকাশে সাগরে যেথা মেশামিশি,
রবির কিরণে যেথা ফোটে শশী,
যেথা গাহে নাচে সুরবালা আসি',
মৃদুল মধুর ছন্দে,
প্রাচীন প্রেমানন্দে!

মালতী চামেলী অশোক বকুল,
জাগায়ে তুলিছে জ্যোছনার কূল,
গিরিদরীবনে যার এলোচুল
লুটায়ে পড়েছে হাসি,
তারে আমি ভালবাসি!

সে মোর দয়িতা কুটীর-বাসিনী,
গাহে কত গান বসি' একাকিনী,
কেহ শোনে নাই কভু তার বাণী,
যত হোক্ সন্ধানী,
পদ্মবনের রাণী!

দেখিয়াছে তারে তড়িৎ-বালিকা,
শুনিয়াছে গান বন-জ্যোৎস্নিকা,
পবন ছড়ায়ে নব-মল্লিকা
গাহিয়াছে বন্দনা,
এমনি বরাঙ্গনা!

মাঠের কৃষক আবা আবা রবে,
সোনালী ধানের নবীন আহবে,
ফেলি' বোঝা ভূমে এইবারে সবে
নেহারিল হাতছানি,
কেবা সেই, নাহি জানি'!

আঁধার যেদিন ঘনায়ে আসিল,
নিখিল ভুবন থমকি' দাঁড়াল,
সেদিন চটুলা চমকি' শুনিল
রুদ্র-কণ্ঠ-বাণী,
নিজন কুটীর রাণী!

"সুমুখ তোমার আকাশভুবনে,
যত ফুল আছে গোলাপ-কাননে,
যত ফল আছে, ধরিও যতনে,
সকলে আপনা মানি',
শুনহ আমার বাণী!

পিছু যদি চাহ নিমেষের তরে,
কুমার কিশোর দেহ আপনারে,
পুরোভাগে ফেলি' শচীর দুলালে,
সে তব দয়িত জানি',
মরণ তুঁহার মানি।"

অন্তরাল

চিত্রের তুলি পড়ে গেল খুলি',
কক্ষমুকুরে সিঁদুরের ধূলি,
ঝরিল মালতী, কাঁপিল গোধুলি,
অমনি আসিল সাঁজ,
একি অভিশাপ আজ

দিনে দিন যায়, মাসে মাস যায়,
বরষে বরষে বরষ ফুরায়,
মধুঋতুমাসে মধুগীতিকায়
যাপিছে দিবস-রাতি,
এমনি কালের গতি!

আজিকে যে পাখী গাহিয়াছে গান,
কি তাহে লভিল যুবতী-পরাণ,
পূর্ণ চাঁদের আজি অভিযান,
কাঁপিল দখিন্‌-আঁখি,
কাঁদিল নিশীথে চকী !

আকাশে কেনরে মেঘের ছলনা,
চিত্র-রচনা হ'লনা হ'লনা,
উত্তরী-বায়, একি গঞ্জনা,
আকাশ কে লবে লুটি',
কাল ব'শেখীর ছুটি !

সহসা নিভিল ঘরের আলোক,
কাঁপিল আজিকে দ্যুলোক ভূলোক,
"আজিকে আমার হ'ল পরলোক,
যদি না বাঁচাবে কেহ,
এমনি অসাড় দেহ !"

অন্তরাল

কুটীরের পিছু একি আহ্বানী ?
বুঝিবা কাহারো আঁধার রজনী,
ছুটিল ষোড়শী কেবা নাহি জানি'
বাতাসে দোলায়ে অলক,
দামিনী দিতেছে ঝলক !

"কেবা তুমি আছ পড়িয়া ভূতলে ?
ঝরিছে আষাঢ় মুষলে মুষলে,
ফুলমালা তবু দুলিতেছে গলে,
তোমারে হেরেছি স্বপনে,
আমার জীবনে মরণে !"

পথিকের শির তুলি' নিল কোলে,
আইল ত্বরায় নিজ ঘরে চলে,
জ্বালিল প্রদীপ, ধরিল সবলে,
বক্ষের মাঝে চাপি',
রজনী লইবে যাপি' !

কহিল কিশোর আঁখি দুটি মেলি',
করবী যূথিকা হাসিল চামেলী,
দামিনী ছুটেছে মেঘনীড় ফেলি',
আজি অভিসাররাতি,
নিভিয়াছে সব বাতি !

"আমার নয়ন যাহা কিছু জানে,
সে বাণী আমার পরাণে পরাণে,
নিখিল বিশ্ব আমার চরণে
নিয়াছে শরণ মাগি',
সংসারতলে জাগি' !

অন্তরাল

আমার বাহিরে কিছু আর নাই,
নাহি দিতে পার, আমি যাহা চাই,
আমারে ঘিরিয়া সতত নাচাই
মরতের অধিপতি,
আমা বিনা নাহি গতি।

একদিন আমি শুনিনু চকিতে,
উৎসবমাখা সোনালী নিশীথে,
রুদ্ধ-নগরী গৃহ-বলভীতে,
অজানা নূপুরধ্বনি,
জ্বলিয়া উঠিল মণি!

শুধানু সবারে, "ওকে যায় ধেয়ে,
আমার নগরী-রাজ-পথ বেয়ে,
ললিতকণ্ঠে ছায়ানট গেয়ে
দেহত' আমারে আনি',"
জনে জনে আহ্বানি'!

বলে সভাসদ্, বলে পুরনারী,
কেবা সেই জন, কাহার নাগরী,
কমলিনী কবে উঠে সে বিথারি'
রবির কিরণ চুমি',
জানে এক বনভূমি!

প্রাচীন প্রাচীনা কহে, শুনি নিতি,
সপ্ত সাগর পারে সে যুবতী,
পক্ষিরাজের পক্ষ-সারথি,
পাড়ি দিবে যেই জন,
তারে দিবে প্রাণ মন!"

শুনিয়া কামিনী সতীশিরোমণি,
কহিলা তাহারে, "ওগো, গুণমণি,
আমারে পেয়েছ' পেয়েছ' গো, জানি,
আষাঢ়ী রাতের কোলে,
বাতাসের ঝুলদোলে।"

বুকে বুক রাখি' অধরে অধর,
নয়নে নয়ন, বরণীয় বর,
চুমিল তাহার গোলাপী অধর
নাহি কভু হার মানি',
মিলনের কিবা ধ্বনি !

সহসা দেখিল শচীর দুলালে,
হাতে খরসান খড়্গ ত্রিশূলে,
হুঙ্কারি' বান পড়ে হৃদিতলে,
রক্ত-গঙ্গা বহি',
আকাশ ভূতল দহি' !

কাঁদিল বনানী, কাঁদিল যামিনী,
কাঁদিল ধরার রণ-রঙ্গিনী,
জ্বলিল আকাশ, ডুবিল ধরণী
প্রলয়-পয়োধি-জলে,
কেহ নাই কোন কূলে !!

শ্রীরাধা

দুল্‌ছে রে ঢেউ মোহন বাঁশির চৈত্র রাতির উতল্ হাওয়ায়,
মূর্চ্ছনা তার পাগল-পারা খুঁড়্‌ছে মাথা, সে কারে চায় ?
বৈশাখী বায় নিত্য উঠে, নিত্য পড়ে সৃষ্টি-শাখে,
ফুলের বনে চাঁদের গাঙে অভ্রহিয়ায় নদীর বাঁকে ;
উছ্‌লে পড়ে সে প্রবাহ দখ্‌নে বায়ে শ্যামল বনে,
পরম প্রেমিক বক্ষ হ'তে উছ্‌লে পড়ে সাধকমনে।
পলে পলে হোরায় হোরায় দিনে রাতে অনত্ কালে,
আস্‌ছে যেমন, ফির্‌ছে তেমন মহোল্লাসে কুতূহলে।
আন্‌ছে বয়ে চন্দ্র রবি অযুত তারা গন্ধ-বায়ু,
ইন্দ্রধনু মোহন বেণু বৃক্ষ লতার পরমায়ু ;
বইছে তাহা হিংস্র শ্বাপদ মৃগ-শিখী পাখির ছানা,
সৃষ্টিসাগর-মন্থনী নর, পারিজাতের নারী-জনা।
স্বপ্ন-হিয়া হিমনিকেতন বক্ষ হ'তে আস্‌ছে ধারা,
ফির্‌তে ঘরে হচ্ছে সে জন বিশ্ব-বুকে রাধায় হারা।।

সন্ধান

আকাশ! ওরে, আকাশ!
আয় আয়!
বাতাস! ওরে, বাতাস!
আয় আয়!

কৈরে, রবির কর,
কৈরে, রত্নাকর!
কৈরে, আমার সে
মাটি?

ওরে, আয়!
ওরে, আয়!
ওরে, আয়!

আকাশ, পেয়েছিস্ কি তাঁরে?
বাতাস, পেয়েছিস্ কি তাঁরে?

ওরে, রবির কর,
ওরে, রত্নাকর,
ও, বধূটি
মাটি,
পেয়েছিস্ কি তাঁরে,
ওরে, তাঁরে?

বৃহৎ অট্টালিকা?
যেন পিপীলিকা?

অন্তরাল

তারপর ?
তারপর ?

কিছু না যায় দেখা ?
নাইক' কিছু লেখা ?
তারপর ?
তারপর ?
শুধু কাঁচের বাড়ী ?
জবার জুয়াচুরি ?

ডাক্‌লে বারে বারে,
তোমার ধ্বনি এল ফিরে ?
কাঁচের ঘরে দাঁড়িয়ে রে তুই
দেখ্‌লি বুঝি তোরে
শুধু তোরে ?

বাতাস, খবর কি ?
তুইও দিবি ফাঁকি ?
সে গেল তোরে ছুঁয়ে ?
গেল নুয়ে নুয়ে ?

নীরব কেন ?
কেন ?
ওরে, রবির কর,
তোমার কি খবর ?
সেথায় আলোর ঘরে,
ডাক্‌লি বারে বারে,
চরণ ছায়া দেখ্‌লি তাঁহার দ্বারে
অনেক খোঁজার পরে ?

রত্নাকর ?
রত্নাকর ?
দেখ্‌লে তাঁহার পারিজাতের দ্বারে
মধুর উৎস ঝরে !
ওগো, মাটি ?
ও, বধূটি ?
সেথায় পেলি গন্ধ,
তাতেই হলি অন্ধ,
নিঃসন্দ ?

তোরা কর্‌বি কাজ ?
হাঁ, তবেই হবে আজ !
আমায় ঘিরে নাচ্‌রে তোরা নাচ্‌,
দেখ্‌বি তবে আজ,—
সে পর্‌ছে রাজার সাজ,
রাজার সাজ !

আকাশ ! আকাশ !
বাতাস ! বাতাস !
বাঃ বাঃ
বাঃ বাঃ
রবির কর !
রবির কর !
আচ্ছা, আচ্ছা
বহুৎ আচ্ছা !

রত্নাকর !
রত্নাকর !
আয় ঘুরে !
আয় ঘুরে !
হুর্‌রে !
হুর্‌রে !
বধুটি, বধুটি,
ও বধুটি !
বারে বেটি, বারে বেটি,
বারে বেটি !

তালে তালে !
দুলে দুলে !
পা ফেলে !
পা ফেলে !
হুর্‌রে ! হুর্‌রে !
হুর্‌রে !
আমি চল্‌ব নেচে !
আমি চল্‌ব নেচে !
শুধু নেচে !
শুধু নেচে !
শুধু নেচে !

শঙ্খ, আমার শঙ্খ,
আমার শঙ্খ !
চক্র, আমার চক্র,
আমার চক্র !

গদা, আমার গদা,
আমার গদা !
পদ্ম, আমার পদ্ম,
আমার পদ্ম !

আমার নাহিক' ছদ্মবেশ,
আমি হৃষীকেশ !

আমি আকাশ !
আমি আকাশ !
আমি বাতাস !

আমি বাতাস !
আমি বাতাস !
রবির কর !

রবির কর !
রবির কর !
রত্নাকর !

রত্নাকর !
আমি মাটি !

আমি খাঁটি !
আমি খাঁটি !
আমি খাঁটি !

আমার বুকে রে আনন্দ !
সেথায় গোপীর গন্ধ !
সে টানে বাহিরে,
আমি ফিরি ঘরে !

অন্তরাল

ঐ
ঝরে, ঝরে,
আনন্দ ঝরে!
ঐ
থরে, থরে,
ঐ থরে থরে!
ঐ ঝরে ঝরে!
ঐ থরে থরে!
ঐ আনন্দ রে আনন্দ
আনন্দ ঝরে
হরে, হরে, হরে,
হরে, হরে, হরে,
হরে, হরে, হরে।

সুন্দরের পূজা

ঝর্ ঝর্ ঝর্

ঝঝর্ ঝঝর্ ঝর্ !

ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্

ঝুঝুপ্ ঝুঝুপ্ ঝুপ্ !

ঝুল্ ! ঝুল্ !
ঝুল্ ! ঝুল্ !

পত্ পত্ পত্ !
পত্ পত্ পত্ !

কুলু কুলু ! ঝুনু ঝুনু !
কুলু কুলু ! ঝুনু ঝুনু !

কুলু ঝুনু !
কুলু ঝুনু !

কৌ কৌ কৌ !

নিজন্ বন্ !
বিজন্ মন
কৌ কৌ কৌ !

চিকন্ হাসি !
তীখন্ শশী !

অন্তরাল

ঝুমু ঝুমু !
ঝুমু ঝুমু !

আলোর চুর্ !
প্রণয়পুর।

জড়িমা সাগর জলে !
নীলিমা উঠেছে ফুলে !

স্বপ্ন নিছক্ স্বপ্ন !
স্বপ্ন মায়ার স্বপ্ন !

এই ফুলবেদীপরে,
এমনি চাঁদিনী-রাতে ;
এই পারিজাতহারে,
এমনি কমল-পাতে ;

এমনি বাঁশরী লয়ে,
অলিগুঞ্জনছায়ে,
এমনি কাকলি কয়ে,
কুহু-কুহরিত বায়ে ;

আমার প্রিয়া !
স্বপন-প্রিয়া !
আমার রাণী !
রাজার রাণী !

নাই, ওরে, নাই !
পাই, কোথা, পাই !

চুপ্ চুপ্ চুপ
হুসিয়ার !
হুসিয়ার !

ঐ গোলাপ !
নাই প্রলাপ !
ঐ বকুল !
নয় আকুল !

নাইরে, ওরে, নাই !
তারে,
পাইরে কোথা পাই ?

আছে ! আছে !
আছে ! আছে !
সে আছে চূর্ণ ফুলে !
সে আছে নিঝর-কূলে
চাঁদিনী রাতে !
গোলাপ সাথে !
দখ্‌নে বায়ে !
কমল্ ছায়ে !
সে আছে ওগো, আছে
বুকের মাঝে !
বুকের মাঝে !

পড়্‌ছে ফুল্ !
দুল্‌ছে দুল্ !